আমি অবাক হয়ে শুনি

সিরাজুস সালেকিন

অদিতি শ্রেয়সী বড়ুয়া পিয়ার সাথে আমার পরিচয় প্রায় বছর দশেক আগে। এক অনুষ্ঠানে ওর গান শুনে আমি খুব অবাক হয়ে গেলাম। এতটুকু মেয়ে - কি অসাধারন গানের গলা - আর কি সুন্দর গান করলো।

আমি বড় হয়েছি এমন এক পরিবারে যেখানে প্রতিদিন গান শুনে আমি বড় হয়েছি। বাবা গান করতেন, অনেকে বাবার কাছে গান শিখতে আসতেন। বড় হয়ে আমি নিজেও গানের সাথে যুক্ত হয়েছি, সামান্য হোলেও গান শিখেছি, গান করেছি বিভিন্ন অনুষ্ঠান। এখানে এসেও গানের সাথে যুক্ত রেখেছি নিজেকে।

কাজেই পিয়ার গান শুনে মনে হোলো অনেকদিন পর বিদেশে ভালো একজনের গান শুনলাম। ওকে গিয়ে বললামও সে কথা। খুব বিনয়ের সাথে আমার প্রশংসা গ্রহন করলো। ও জানালো খুব ছোটবেলায় চট্টগ্রামের 'ফুলকী' নামের একটি সঙ্গীত বিদ্যায়তনে গান শিখেছে। ফুলকী-র কথা আমি অনেক আগে থেকেই জানতাম।
ওখানকার কর্ণধার শ্রদ্ধেয় মিহির নন্দী, শিলা মোমেন - ওনাদেরকে আগে থেকেই চিনতাম। শিলাদির বাসার সবাই গান করেন, গান করতে পারেন। শিলাদির স্বামী আবুল মোমেন বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত লেখক, বুদ্ধিজীবি, আবুল ফজল সাহেবের সুযোগ্য ছেলে। আমি মোমেন ভাইকে আদর্শ হিসেবে মেনে চলি। ঢাকায় যেমন ছায়ানট - চট্টগ্রামে তেমনি ফুলকী - আমি গান শেখানোর মান এর কথা বলছি। এ ছাড়া পিয়া ওর মা#র কাছেও গান শিখেছেন।

কাজেই পিয়ার গানে হাতেখড়ি ফুলকী তে হওয়ায় ওর গান শেখা সম্পর্কে আমার ধারনাটা পরিষ্কার হোলো। এরপর থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ওর গান শুনলাম। এক পর্যায়ে পিয়া প্রতীতি-র সাথে যুক্ত হোলো। ওর গান আগের চেয়ে অনেক ভালো বলে মনে হয়। আর প্রতীতিতে যুক্ত থাকার ফলে গানের চর্চাটাও নিয়মিত হয়। প্রতীতির অনেক দর্শকও পিয়ার গানের সমঝদার। আমি পিয়ার গানের একজন একনিষ্ঠ ভক্ত।

আমার মনে হয় পিয়ার মত গান শুধু এখানে কেন, বাংলাদেশ-ভারতেও খুব কম দেখা যায়। আমরা কাছের লোকদের খুব একটা সমাদর করতে পারিনা। বাংলাদেশ-ভারত থেকে যে কেউ গান করতে এলেই আমরা বিগলিত হয়ে যাই - দৌড়ে যাই ওদের গান শুনতে। কিন্তু অদিতি শ্রেয়সী বড়ুয়া পিয়ার গান আমরা ক'জনেই বা শুনেছি। সিডনীতে বেশ ক'জন শিল্পী আছেন যারা দেশের অনেকের চেয়ে ভালো গান করেন বলে আমার মনে হয়। আমাদের উচিৎ ওদেরকে অনুপ্রেরণা দেয়া, যেন ওরা আমাদের দেশের জন্য সুনাম বয়ে আনতে পারে।

আমি আপনাদের অনুরোধ করছি দয়া করেন এখানকার শিল্পীদের সামান্য হলেও একটু পৃষ্ঠপোষকতা করুন, ওদের উৎসাহ দিন, এগিয়ে যেতে সাহায্য করুন।

সম্প্রতি **ইন্ডিয়ান-অস্ট্রেলিয়ান আইডল প্রতিযোগীতায়** পিয়া ভারতীয়, বাংলাদেশী এবং অন্যান্য শিল্পদের সাথে প্রতিযোগীতা করে সেমি-ফাইনালে উঠেছে।
আমি খবরটা দেখলাম www.bangla-sydney.com ওয়েব সাইটে।

আমি আপনাদের অনুরোধ করছি অদিতি শ্রেয়সী বড়ুয়া পিয়াকে আপনারা উৎসাহ দিন, এগিয়ে যেতে সাহায্য করুন। আমি জানি পিয়া অনেক অনেক এগিয়ে যাবে। এই সুদুর প্রবাসে কাজ-কর্ম, সংসার আর ছেলে-মেয়ে সামলিয়ে বাংলা সংস্কৃতির চর্চা করে যাওয়াটা অনেক কঠিন। পিয়া এ কাজটি করে যাচ্ছে ভালোকরেই - এজন্য ওকে আমার সাধুবাদ জানাই। কামনা করি ও অনেক অনেক ভালো করে গান করুক, শ্রোতাদের মন জয় করুক। সারাজীবন ও সঙ্গীতের কাছে নতজানু থাকুক। প্রবাসে দেশের মান উজ্জলতর করুক।